ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... FEB. 28 2000 ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১-৩.....

52

অবরুদ্ধ চ.বিতে ৭৪টি পরীক্ষা স্থগিত
নগরীতে পরীক্ষা গ্রহণের চিন্তাভাবনা

শাহাবউদ্দিন নীপু, চ. বি. থেকে : ছাত্রশিবিরের একটানা দেড় মাস ধরে হরতাল-অবরোধের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কমপক্ষে ৭৪টি পরীক্ষা স্থগিত হয়ে আছে। পরীক্ষা স্থগিত এবং ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের কারণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হতাশা ক্রমাগত বাড়ছে। কয়েকটি বিভাগ স্থগিত পরীক্ষাসমূহ চট্টগ্রাম শহরে, গ্রহণের চিন্তাভাবনা করছে বলে জানা গেছে।

ছাত্রশিবির তাদের দুজন কর্মী হত্যার বিচার দাবি করে গত ১৫ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবরোধ আরোপ করে রেখেছে। তাদের ক্রমাগত হুমকি এবং নাশকতামূলক কাজের মুখে বন্ধ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন এবং শাটল ট্রেন চলাচল। ছাত্রদলকে সঙ্গে নিয়ে শিবির এখন আন্দোলন করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অপসারণের দাবিতে।

ছাত্রশিবিরের এই লাগাতার হরতাল ও অবরোধের কারণে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, চারুকলা, প্রাচ্যভাষা, সাংবাদিকতা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি বিজ্ঞান, লোক প্রশাসন ও মার্কেটিং বিভাগে তিনটি করে, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ, গণিত, পরিসংখ্যান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে চারটি করে, রসায়ন, ভূগোল, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, বনবিদ্যা ও অর্থবিজ্ঞান বিভাগে দুটি করে, সমাজতত্ত্ব বিভাগে পাঁচটি এবং হিসাববিজ্ঞান বিভাগে একটি পরীক্ষা স্থগিত হয়ে আছে।

এদিকে প্রায় সবকটি বিভাগেই বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল আটকে আছে বলে জানা গেছে। অনেক বিভাগে বছর ঘুরে এলেও এখনো ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। এ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র হতাশা বিরাজ করছে। ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই এখন দেশের অন্য কোথাও এবং কেউ-কেউ বিদেশে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছে

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম

চ. বি.তে ৭৪টি পরীক্ষা স্থগিত

● প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিয়ে অভিভাবকরাও হতাশ এবং ক্ষুব্ধ।

উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় বলেন, 'আমার মেয়ে বলেছে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয় না সেখানে সে পড়বে না।' জানা গেছে, উপাচার্যের একমাত্র মেয়ে ইংরেজি বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্রী এবং বর্তমানে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করছে।

রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. জহুরুল আলম চৌধুরী এ প্রতিবেদকের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমার সামর্থ্য থাকলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য কোনো দেশে চলে যেতাম।

বিশ্ববিদ্যালয় সংকটের কোনো সুরাহা না হওয়ায় এবং শিগগির এ ধরনের কোনো লক্ষণ দেখা না যাওয়ায় কোনো কোনো বিভাগ চট্টগ্রাম নগরীতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের চিন্তাভাবনা করছে। চারুকলা বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, শহরে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তারা বিভাগে আবেদন জানাতে যাচ্ছে এবং শিক্ষকরাও তাদের এ ইচ্ছায় ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।